পরিশিষ্ট - ১

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: আপনার নাম?

উ: ক্ষীরেন্দ্রনাথ সরকার

প্র: বয়স?

উ: ৭৮ বৎসর।

প্র: ঠিকানা?

উ: পশ্চিম রামপুর, পো: রামপুর, জেলা - কোচবিহার

প্র: পেশা?

উ: প্রাইমারি শিক্ষকতা। তবে কৃষিকাজও করি।

প্র: আপনার পরিবারে কে কে আছে?

উ: তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।

প্র: তারা কে কী কাজকর্ম করেন?

উ: তিন ছেলেই ব্যবসা করে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে।

প্র: আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?

উ: আমাদের ছোটবেলা ছিল খোলামেলা। একান্তবর্তী বড় বাড়ি। কাকা-জ্যাঠা সবাই মিলে এক সাথে থাকতাম। সব সময় বাড়ি গমগম করত। খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব, গান বাজনা। আমরা মাঠেঘাটে খেলে বেড়াতাম। মেলা বাড়ি, গান বাজনা গ্রামে গ্রামে লেগে থাকত। আমি নিজে পদ্মপুরাণ গান করতাম। ধান কাটার পর তখন গ্রামে গ্রামে শুধু গান বাজনা হত। সেদিনকার দিক অন্যরকম ছিল, একদম অন্যরকম। একদম কেচাল ছিল না। রাজনীতিও ছিল না।

প্র: তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?

উ: রাস্তাঘাট মানে কাচা মাটির, পাকার কোন মিল নেই। গাড়ি ঘোড়াও বিশেষ ছিল না। সাইকেলই বেশি ছিল না। গাড়ি বলতে গরুর গাড়ি। মানুষ হেঁটে হেঁটেই অনেক দূর যাতায়াত করত।

প্র: তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?

উ: স্কুল দু-একটা। বারবিশায় একটা। সিঙ্গিমারী রামপুরে একটা। ছাত্র বেশি ছিল না। ছাত্রী প্রথমে ছিল না। বইপত্তর জোগাড় করাই মুশকিল ছিল। আমাদের বাড়ির বাবা-জ্যাঠারা বক্সিরহাট হয়ে মাঝে মাঝে কোচবিহার যেত। ওরাই নিয়ে আসত। তখন মাস্টার মশাইয়ের সংখ্যাও ছিল কম। আমার জেঠামশাই ছিল একটু শিক্ষিত, তিনি ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি — রামকান্ত সরকার।

প্র: আপনার বাড়িতে কে কে ছিল?

উ: একজন মাস্টার মশাই আমাদের বাড়িতেই থাকত। তিনি আমাদের পড়াতেন। স্কুলে ও বাড়িতে।

প্র: মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?

উ: বারবিশার হাট, হাট, কুলকুলির হাট। সারা সপ্তাহের জিনিসপত্র ঐ একদিনেই সংগ্রহ করত। শাকসবজি মানুষ বেশি কিনত না। দেশলাই, চিনি, কেরোসিন তেল এসবই কিনত।

প্র: আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?

উ: আমাদের জমি ২০-২৫ হাল হবে। অনেক আধিয়ার ছিল। সবাই আমাদেরই আত্নীয়স্বজন।

প্র: এখন জমি কীরকম আছে?

উ: এখন বেশি নেই। ২০-২২ বিঘার মত আছে।

প্র: জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?

উ: ভাগ বাটোয়ারা হল। অনেক জমি খাস হল। আমাদের জমিগুলো থাকলেও কাকা-জেঠারা ছেলেমেয়েরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে জমিগুলো আর ধরে রাখতে পারেনি। তাঁরা এখন অন্যান্য কাজে বাইরে চলে গেছে।

প্র: এখন কী করে সংসার চলে?

উ: আমার তো পেনশন আছে। ছেলেরা তিনজনই ব্যবসা বাণিজ্য করে। আর জমিগুলো আমি কামলা কিষান দিয়ে চাষ করি বছরে একবার।

প্র: গলায় পৈতা আছে?

উ: পৈতা আগে ছিল না।

প্র: কবে নিলেন?

উ: সাতের দশকের মাঝামাঝি।

প্র: তুলসীর মালা নিয়েছেন?

উ: না নিইনি।

প্র: আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?

উ: অধিকারী পুরোহিত। বিয়ের সময় অসমীয়া বামুন আসে। দুই-তিনটা গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ।

প্র: বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?

উ: অসমীয়া ব্রাহ্মণ। তবে

প্র: আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?

উ: শিব পূজা, মনসা পূজা, থানছিড়ি, যাত্রাপূজা আর ঠাকুর বাড়িতে গাবুর ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর, কুবের, মাশান, মহাকাল, রাখাল, হরিপীর আরও অনেক ঠাকুর।

প্র: এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?

উ: মনসার মন্দির আছে। শিবঠাকুর।

প্র: পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?

উ: ছ্যাকা, প্যালকা, সিদোল, শুকটা, ঢিংসীমা, আদাকুটা এখন খাওয়াই হয় না। পাওয়াই যায় না। এক আধদিন ছ্যাকা খাই।

প্র: আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?

উ: ওই গিলাপ, চাদর, গঞ্জি, মহিলারা ফোতা, পাটানী পড়ত। আগে আমরা গামছা পড়তাম।

প্র: আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?

উ: কৃষিকাজই করত। অন্যান্য কাজের জন্য বাইরের লোক আসত। শীতের সময় বাইরে থেকে বিভিন্ন কাজ করার জন্য অনেকে আসত। কাঠের কাজ, রাস্তাঘাট এইসব কাজের জন্য লোক আসত।

প্র: ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?

উ: দোতারা ডাঙ্গা, কুশান, বিষহরা, পদ্মপুরাণ গান, দেহতত্ত্ব মনঃশিক্ষার গান। বিভিন্ন পূজার গান।

প্র: এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?

উ: লোকজনই নেই। সবাই পেটের দায়ে ব্যস্ত। আগে ধান কাটাই মাড়াই এর গানের আসর বসত। কত গীদাল দোয়ারী এই গ্রাম সেই গ্রাম করে টানা ৭-৮ দিন করে আসর বসাত। এখন সে পরিবেশই নেই। সত্তর সাল অবধি ঠিকঠাকই ছিল। তারপরে সব ছিন্ন ভিন্ন হল। আর দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের গোঁসাইরাও হারিয়ে গেল। মানুষও এখন সবাই বিভিন্ন কাজে ছোটাছুটিতে ব্যস্ত, দল করাই মুশকিল। আমারপদ্মপুরাণের দলও আর নেই। অভাব, অনটন, দলাদলির কারণে হারিয়ে গেল। আর তেমন উদ্যোগী মানুষও নেই। আগে এক একজন জোতদার এক একটা দলের খরচ দিতেন। এখন কোথায়?

প্র: যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?

উ: এখন করি তবে আগের মত অত নিয়মরীতি পালন হয় না। মা থাকাকালে অনেক নিয়ম ছিল।

প্র: গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?

উ: না। মাঝে মধ্যে কুশান গানের আসর বসে। এখন সেটা যাত্রার মত।

প্র: আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?

উ: আগে দোল সওয়ারীর বড় মেলা হত। এখন নেই। অষ্টমী স্নান মেলা হয়।

প্র: আগের দিনগুলো ভালো ছিল, না এখন?

উ: আগের দিনে সুখ ছিল। অনেক কিছু ছিল না কিন্তু মানুষগুলো খেয়ে পড়ে আনন্দেতে ছিল। এখন তো সুখ শান্তি অন্যরকম। সব মানুষজন ব্যস্ত। টাকা পয়সার পেছনে ছুটছে।

প্র: এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?

উ: কেমন মনে হবে? সবাই ছুটছে। আধুনিকতা, শহরমুখী, আরাম-আয়েস, উন্নতির চেষ্টা। গ্রামে কেউ থাকতে চায় না। গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

প্র: এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?

উ: রাজবংশী মানুষগুলোর সমস্যা হল জমি হারানো । গ্রামগুলোর চেহারা পাল্টে গেল। প্রচুর বাইরের মানুষ আসল। আগের জোতদার এখন লেবার। ছেলেরা অনেক বাইরে চলে গেল কাজের সন্ধানে। রাজনৈতিক কারণে ভাগাভাগি, দলাদলি বাড়ল। রাজবংশী সমাজটাই একেবারে অদল-বদল হল। সব পাল্টে গেল।

প্র: সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?

উ: সামনের দিনে আর কি হবে! এরকমই থাকবে। মাঝখান থেকে রাজবংশী মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে। গান বাজনা থেকে পোষাক আশাক সবই বদলে গেছে; আরও যাবে। পূজা-পার্বণ অনেক উঠে গেছে, আরও যাবে। সবাই পরিবর্তনের মধ্যে লড়াই করছে। ভবিষ্যতে রাজবংশী মানুষের অনেক কিছু আর দেখা যাবে না। যারা শিক্ষিত অবস্থাপন্ন হয়েছে তারা সুযোগ পাবে না আর গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলো বেশিরভাগ পেটেভাতেই ব্যস্ত। অন্য কিছু করার আগে নিজেদের অস্তিত্বটাই গুরুত্বপূর্ণ এখন। এখন তো আবার চাহিদা বেড়েছে সব মানুষের।

সাক্ষাতের তারিখ : ১৫.০৫.২০১৭

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: নরেন্দ্রনাথ অধিকারী

প্র: *বয়স?*

উ: ৮৪ বৎসর।

প্র: *ঠিকানা?*

উ: পূর্ব চকচকা, বারবিশা, কোচবিহার

প্র: *পেশা?*

উ: অধিকারী পুরোহিত।

প্র: *আপনার পরিবারে কে কে আছে?*

উ: দুই ছেলে, বউমা, নাতি-নাতনি সহ আমরা দু'জন।

প্র: *তারা কে কী কাজকর্ম করেন?*

উ: দুই ছেলেই প্রাইভেট স্কুলে পড়ায়। সাথে চাষবাস।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: আমাদের বাড়ি ছিল একান্নবর্তী। প্রচুর লোকজন। আমরা কাকা জেঠার ছেলেমেয়ে মিলে ৯-১০ জন। সে সময় তো খোলামেলা বেশি ছিল। সবাই সবার আত্মীয়। গ্রামে গান-বাজনা, মেলা-পরব লেগেই থাকত। বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন রীতি আচার-সংস্কার। আমাদের বাড়িতে সব মানা হত। অনেক ঠাকুর দেবতার পূজা হত। কীর্তন, গানের আসর বসত।

প্র: *তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?*

উ: রাস্তাঘাট বিশেষ ছিল না। হাঁটা পথ। জঙ্গল। দিনে দিনে যাতায়াত। তাও দলবেঁধে।

প্র: *তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?*

উ: পড়াশুনার জন্য প্রাইমারি বোর্ড স্কুল। বারবিশা ভল্কা মিলে একটা মাত্র।

প্র: মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?

উ: বারবিশার হাট, শামুকতলার হাট। দলদলির হাট। এই হাট থেকে সপ্তাহের জিনিসপত্র কেনা। দোকানপাট ছিল না।

প্র: আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?

উ: তখন বেশি ছিল ১০-১২ হাল।

প্র: এখন জমি কীরকম আছে?

উ: এখন আমার ৯-১০ বিঘা মাত্র।

প্র: জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?

উ: আমার আত্মীয় স্বজনের অনেক জমি খাস হয়। কিছু রায়ডাক নদী ডাঙ্গায় চলে যায়। তারপর ভাগ বাটোয়ারা হতে হতে সবার ভাগে দু-তিন বিঘা। তার মধ্যে আবার বিক্রি।

প্র: এখন কী করে সংসার চলে?

উ: আমি পূজা করে বেড়াই। ছেলেরা চাষবাস করে কামলা কিষান দিয়ে করে।

প্র: গলায় পৈতা আছে?

উ: আছে।

প্র: কবে নিলেন?

উ: ১৪ বছর বয়সে।

প্র: তুলসীর মালা নিয়েছেন?

উ: আছে।

প্র: আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?

উ: আমিই করি।

প্র: বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?

উ: নগেন দেবশর্মা। অসমীয়া ব্রাহ্মণ।

প্র: আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?

উ: সব পূজাই হত। অনেক ঠাকুর দেবতা ঠাকুর পাটে। রাজবংশী সমাজের সব ঠাকুরই আমাদের বাড়িতে ছিল। কালী, শিব, মনসা, বুড়া, রাখাল, কুবের, যখা, মহাকাল, পীর আরও অনেক।

প্র: *এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?*

উ: এখন এই ঠাকুরগুলাই আছে। বছরে একবার পূজা দিই।

প্র: *পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?*

উ: নাই। পুরোনো খাবার খাওয়ার সুযোগই নাই। ছ্যাকা, সিদোল মাঝে মধ্যে। দই চিড়া হয়।

প্র: *আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?*

উ: পাটানী, ফোতা পড়ত মহিলারা। আমাদের ধুতি, গামছা, গেঞ্জি।

প্র: *আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?*

উ: হাল কৃষিই করত। অন্য কাজে আগ্রহ ছিল না।

প্র: *ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?*

উ: ওই দোতরা, কুষান, পদ্মপুরাণ দেহতত্ত্ব মনঃশিক্ষা এসবই।

প্র: *এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?*

উ: মানুষগুলোই তো নাই। আগ্রহও কমে গেছে। আধুনিকতার দিকে ঝোঁক।

প্র: *যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?*

উ: করি।

প্র: *গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?*

উ: নাই। বিষহরার পদ্মপুরাণের আসর বসে। তাও মানত থাকলে। বিয়ের সময়ও এখন নমঃ নমঃ করে।

প্র: *আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?*

উ: আগের মেলা নাই। দোল সওয়ারী মেলা আগে বারবিশায় বড় করে হত। এখন হয় না। এখন সব বড় বড় নতুন নতুন মেমলা। শ্রাবণী মেলাও শুরু হয়েছে আমার বাড়ির পাশে। গান বাজনা ভাওয়াইয়া। হিন্দি।

প্র: *আগের দিনগুলো ভালো ছিল, না এখন?*

উ: আগেকার দিনে অসুবিধে অনেক ছিল কিন্তু মানুষগুলো বেশি ভাল ছিল। নিজের কাজকর্ম, জমিজিরেতের কাজ, আনন্দ সুখ বেশি ছিল।

প্র: এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?

উ: এখনকার মানুষজন আর কেমন? শিক্ষিতর সংখ্যা বেড়েছে, আধুনিকতা বেড়েছে। চারিদিকে ঝা চকচকে ব্যাপার। সবাই স্বাধীন। খোলামেলা। আগে বন্ধন একটা ছিল। মান্যিগণ্যিটা বেশি ছিল।

প্র: এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?

উ: রাজবংশী সমাজটা স্বাধীনতার পর একেবারে অন্যরকম হল। জমি অনেকেই হারাল। নিজেদের অবশিষ্ট জমিও ধরে রাখতে পারল না। সম্পর্কগুলো খারাপ হওয়ার ফলে সবাই আলাদা আলাদা হয়ে গেল। স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা। কীভাবে একজন আরেকজনের থেকে এগিয়ে যাওয়া যায়। আর রাজবংশী মানুষরা সহজ সরল সাধাসিধে। জমি হারিয়ে কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারল না। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খুব ক্ষতি হয়েছে রাজবংশী মানুষগুলির।

প্র: সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?

উ: সামনের দিনে আরও অন্যরকম হবে। মানুষগুলো এখনই তো সব প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যস্ত। এখনকার ছেলেমেয়েদের মানসিকতাও আলাদা। তারা বাপ ঠাকুরদার মত গ্রামে থেকে রাজবংশী সমাজের সব কিছু মানতে পারবে না। আর গ্রামে গঞ্জে যারা থাকবে তারাই একটু-আধটু কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু পারবে না। নিয়ম সংস্কৃতিও পাল্টাবে। আমারই তো ছেলেরা কেউ পুরোহিতের কাজ করবে না। "মুই মরিলে আর কায়, দুই তিনটা গ্রামত পুরোহিতই নাই হবে। পূজা করিবে অন্য কাহো, অন্য মতন করি। এই হইল আগিলা দিনের কথা।" নিয়ম করার বুড়াবুড়ির সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।

সাক্ষাতের তারিখ : ১০.১০.২০১৫

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: সুশীল কুমার দাস

প্র: *বয়স?*

উ: ৭৫ বৎসর

প্র: *ঠিকানা?*

উ: ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার

প্র: *পেশা?*

উ: কৃষিকাজ

প্র: *আপনার জমিজমা কীরকম আছে?*

উ: বাপ-ঠাকুরদার আমলের জমি বেশ কিছু খাস হয়। তারপরেও দাদা ভাই ও আমার নিয়ে ১৫০ বিঘার মত জমি এখনও আছে।

প্র: *এত জমি কীভাবে চাষ করেন?*

উ: কিছু আধিয়ার আছে। বাকিটা আমরা বাড়ির সবাই কামলা কিষান নিয়ে নিজেরাই করি।

প্র: *আপনার ছেলেমেয়ে কতজন?*

উ: এক ছেলে, দুই মেয়ে।

প্র: *তারা কি করে?*

উ: মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইরা চাকরি করে। ছেলে কৃষিকার্যের সঙ্গে রেশন দোকান চালায়।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: আমাদের বাড়ি ছিল একান্নবর্তী। বাড়ি ভর্তি লোক। কাকা-জেঠার ছেলেমেয়ে মিলে আমরা ১৩-১৪ জন। কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য ৫-৭ জন হালুয়া, গোরু-মোষ দেখার জন্য আলাদা লোক। দিনে রাতে তখন প্রায় ২৫ কেজি চাল লাগত। সকালে লাগত প্রায় ১০ কেজি ধানের চিড়ে। সারাদিন রান্নাঘরে রান্না হত। আমরা ছেলেরা মাঠেঘাটে গোরু দেখতাম,

খেলতাম আবার মাঝে মাঝে বাড়ির কাজও করতাম। এই যেমন রোয়া লাগানো, ধান কাটা, ধান তোলা — এইসব কাজ।

প্র: *পড়াশুনার কী ব্যবস্থা ছিল?*

উ: বারবিশা-ভল্কা অঞ্চলে একটা মাত্র স্কুল ছিল। চারদিকে জঙ্গল। বেশি ছাত্র ছিল না। আমি ক্লাস ফোর অবধি পড়েছি। তারপরে আর পড়ার সুযোগ ছিলনা।

প্র: *আপনার ছেলেমেয়ের পড়াশুনা?*

উ: ছেলে গ্র্যাজুয়েট। এক মেয়ে শিক্ষকতা করে, আরেক মেয়েও গ্র্যাজুয়েট। চাকরি পায়নি। জামাই চাকরি করে।

প্র: *তখনকার দিনের গ্রামের পরিবেশ কেমন ছিল?*

উ: গ্রামের পরিবেশ ভাল ছিল। মানুষে মানুষে মিল ছিল। অবশ্য লোকসংখ্যা তখন বেশ কম ছিল। সবাই সবাইকে চেনে। বিপদে, আপদে সবাই সবার পাশে দাড়াত। চাষবাস হালকৃষি বাকি সময় গানবাজনা, পূজা-পার্বণ, রীতি আচার নিয়ে সবাই সবার আত্মীয় স্বজন। তখন মানুষ এত বেশি ছুটত না। সপ্তাহের হাটে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনত। শাকসবজি, মাছ কেনার প্রয়োজনই হত না। নদীনালা, ডোবাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। শাকসবজিও আদানপ্রদান হত। মেলা-পরব গানবাজনায় দু-তিন গ্রামের মানুষ একসাথে হত। চুরি-ডাকাতি বেশি হত না। তখন ভয় ছিল বাঘ-ভাল্লুকের। রাতে আমরা দলবেঁধে যাতায়াত করতাম। আর বাড়িতে ডারিঘরে গানবাজনার আসর বসত। আশেপাশে বাড়ি থেকে অনেকেই আসতেন।

প্র: *এখনকার দিনকাল সম্পর্কে বলেন?*

উ: চারদিকে হানাহানি। রাজবংশী মানুষের মধ্যেও হিংসা বিদ্বেষ, অভাব অনটন সব মিলিয়ে পূজা-পার্বণ, গানবাজনা সব উধাও। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কাজের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে। গ্রামেও আর আগের মত সবাই কোন কাজে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। পূজা-পার্বণেও নিজের নিজের আত্মীয় স্বজনকে নিয়েই ব্যস্ত। বিয়ে, অন্নপ্রাশন সব অনুষ্ঠানে এখন শহরের প্রভাব। ডারিঘর হাওয়া। বাড়ি বাড়ি যাতায়াতও কমে গেছে। এককথায় সব — বাড়িঘর, পোশাক আশাক, খাওয়া দাওয়া, রীতি আচার পাল্টে গিয়ে

এখন আধুনিকতার দিকে ঝোঁক।

প্র: আপনি নিজে কোন গানবাজনা করেন কি?

উ: ছোটবেলা থেকেই করি। জেঠা মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শিখে গেছি। এখন আমার দল আছে। বিষহরার দল। আমরা কীর্তনিয়া ঐ যা মরাখাওয়া গানও কয় সেটাও করি কয়েকজন মিলে। তবে এই দলটাই শেষ। নতুন দল আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্র: কবে থেকে এই পরিবর্তন?

উ: দেশভাগের পরও বেশ কয়েক বছর ভালই ছিল। পরিবর্তনটা বেশি হয় ৭১-এর পড়ে। প্রচুর মানুষ ঐ পাড় থেকে চলে আসে। জমির চাহিদা বেড়ে যায়। রাজবংশী পরিবারে ভাঙন শুরু হয়। আলাদা হতে গিয়ে জমির পরিমাণ কমে যায়। সেই জমিও শেষে বিক্রি করে অনেক রাজবংশী ভূমিহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য সরকারি আইনকানুনের জন্য অনেকের জমি হাতছাড়া হয়। আধিয়ারী, ভাগ বাটোয়ারা, পাট্টা ইত্যাদির কারণে তখন জমি কেউ কাউকে চাষের জন্য দিতে চায় না। আর এইজন্য গ্রামের অবস্থা দিন দিন বদলে যেতে থাকে।

প্র: সামনের সময় কেমন হবে মনে হয় আপনার?

উ: যা হবার তাই হবে। এখন আধুনিক যুগ। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। মানুষ এখন দূর দূরান্তে চলে যাচ্ছে চাকরি করতে, কাজের সন্ধানে। কৃষিকাজে কেউ আর আটকে থাকতে চায় না। আমরা যতদিন আছি বাপ-ঠাকুরদার আমলের কৃষ্টি সংস্কৃতি, আচার বিচার সব ধরে আছি। এর পরে মনে হয় কেউ এই ধারাটা ধরে রাখতে পারবে না। এখনই যা অবস্থা। ভবিষ্যতে আমার চোদ্দ পুরুষের ঠাকুর দেবতারও কেউ খোঁজ রাখবে না। রাজবংশী সমাজের নিয়মকানুন এখনই তো অনেকটা নাই, নতুন বাচ্চাকাচ্চা এরা জানারই সুযোগ পাবে না। সবাই সবার মতনই হয়ে যাবে। ঐ যে কয় ‘ধান থাকি হইলোং খৈ, দিনে দিনে আরও কিবা হই।’

সাক্ষাতের তারিখ : ১৭.০৫.২০১৬

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: আপনার নাম?

উ: আশারী দাস

প্র: বয়স?

উ: ৮৬

প্র: ঠিকানা?

উ: বাকলা, চিকলিগুড়ি, পারোকাটা, আলিপুরদুয়ার

প্র: পেশা?

উ: গৃহবধূ

প্র: বুড়াঈ এলা কেমন আছেন?

উ: আছুং বাপো। চখুর নজর পড়ি গেইছে, মানসি ভাল করি চিনি বারে না পাং। তা বাবারে কোটে থাকি আসিলু?

প্র: তোমারে এটি আসিলুং। কয় কিনা কাথা পুছিবার চাং।

উ: কি পুছিব্?

প্র: তোমার বিয়াও কোন বেলা হইছে?

উ: আঃ তোর আরো আশ কাথাতে ভাস কথা (হেসে) এমুন তেপুরানিয়া কাথা নিকলালু, স্যালা মোর ভাল করি বোদে হয় নাই।

প্র: তোমাক য্যালা বিয়াও করি আনিছে স্যালা কি এলাকার নাকান বিয়াও আছিল্?

উ: না হয় বাপো। এলা তো বেটিক ব্যাচে খাবার গেইলে এক হালের মাটি নাগে। স্যালা মোরে বাপু'ক তিন কুড়ি খালতি (কন্যাপণ) দিছে।

প্র: তোমাক য্যালা বিয়াও করিছে আজু ঘরের আবস্থা ক্যামন?

উ: এই বাড়ির? ম্যালা জাগা-জমি। স্যালাও ৮ হালের মাটি। বাড়িত কতলা কামলা কিষ্যান্। একটা খাসি ইমাকে নাগে।

প্র: তোমার ছাওয়া-পোওয়া কয়জন?

উ: ছাওয়া, মোর দুই ব্যাটা দুই বেটি।

প্র: তোমার কি সতীন আছিল্ নাকি?

উ: নিছে না মরাটা আর একটা। স্যালা মোর বড়বাবু আর মাইনো। একদিন ব্যালাভাটি কোটে থাকিবা আসিয়া হাজির। থাউক, ওইলা কাথা কবার গেইলে ম্যালা। তারপরে মোর ছোটবাবু আর বাচ্চা মাইনো। উয়ার পরে দুকুনা বেটি। এইলা করি যায় সম্পত্তিলা শ্যাষ।

প্র: এলা কতলা মাটি আছে?

উ: এলা ম্যালা। ব্যাটার বউ মানসির বাড়িত কামলা খাটে। ব্যাটা নাজ মিস্তিরি (রাজমিস্ত্রি) বড়বাবু মিলিটারি চাকরি পাইল, গেইলেকে না। উয়ার বাপ কয় আমারে বাড়িত মানসি কামলা ঘাটে তুই যাবু অইন্যটে খাটির বাদ দে। আর এলা গাঞ্জা খায়া কোটে পড়ি রয় খবরে পাং না। মাটিলা মানসিয়ে রেকর্ড করি নিল। পাছোত্ ব্যাটা-বেটিক ভাগ করি দিয়া। মোর ভাগত এলা এক বিঘা। নাতিনির এলা বাড়িচালায় সার ছোটটার কয় বিঘা আছে উয়ার তা ৪টা বেটি।

যাং বাপো কমড়টা মটমটায়।

যা বুড়াঈ ভালে থাকিস।

সাক্ষাতের তারিখ : ০৯.০১.২০১৭

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: নৃপেন সিংহ

প্র: *বয়স?*

উ: ৮২ বৎসর।

প্র: *ঠিকানা?*

উ: গ্রাম : রবীন্দ্র সরণী, পো: কদমতলা, জেলা : দার্জিলিং

প্র: *পেশা?*

উ: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি

প্র: *আপনার পরিবারে কে কে আছে?*

উ: আমরা স্বামী-স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে

প্র: *তারা কে কী কাজকর্ম করেন?*

উ: ছেলে বেসরকারি অফিসের কর্মী, মেয়ে স্কুলে চাকরি করে, গৃহিণী গৃহকর্ম করে।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: তখন তো অন্যরকম পরিবেশ ছিল; পড়াশুনার অত চাপ ছিল না। অভাব অনটন ছিল না এত। খোলা পরিবেশে হেসে খেলে মানুষ হয়েছি। শৈশবে মা-হারা হওয়াতে খুব কষ্ট পেয়েছি জীবনে। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তবুও শৈশব কৈশোর কাল বড় সুন্দর ছিল।

প্র: *তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?*

উ: আমার আদি বাড়ি গাইঞ্জোত। ওখানেই বড় হওয়া। তখন রাস্তা বলতে বড় আল ছিল। এক দুইটা বড় কাঁচা রাস্তা ছিল। বর্ষায় কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কম।

প্র: *তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?*

উ: তখন এত স্কুল ছিল না। আমাদের পাশেই একটা স্কুল ছিল। গাইঞ্জোত প্রাইমারি স্কুল। প্রাথমিক স্কুলটিতে দূর দূরান্তের ছেলেমেয়েরা আসত। প্রাথমিকটুকু পাস করে নকশালবাড়ি যেতে হত উচ্চ ক্লাসে পড়ার জন্য।

প্র: আপনার বাড়িতে কে কে ছিল?

উ: বাবা, মা, পরে সৎমা, তিন ভাই ও এক বোন।

প্র: মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?

উ: বাজার আমরা করতাম খড়িবাড়ি, গলগলিয়া, ভদ্রপুর। কাছে পিঠে তখন কোন হাটবাজার ছিল না আমাদের।

প্র: আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?

উ: ৮০-৯০ বিঘের মত জমি ছিল।

প্র: এখন জমি কীরকম আছে?

উ: এখন জমি নেই তেমন। ভাইদের কাছে ৫-৬ বিঘা করে আছে এখন।

প্র: জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?

উ: বাবা সংসারী ছিল না। সংসার বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিক্রি করতে শুরু করে। নানান অনাচার করে সব শেষ করে দিয়েছিল।

প্র: এখন কী করে সংসার চলে?

উ: আমি একটা চাকুরি করতাম। এখন পেনশন পাই। ভাইরা মাঠে কাজ করে, বিদেশ খেটে সংসার চালায়।

প্র: গলায় পৈতা আছে?

উ: পৈতা আছে কিন্তু পরি না। বিয়ে বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানে অধিকারী বা ব্রাহ্মণ দেয়, তখন ২/৪ দিন পড়ি।

প্র: কবে নিলেন?

উ: বিয়ের সময় নিয়েছি।

প্র: তুলসীর মালা নিয়েছেন?

উ: না।

প্র: আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?

উ: অধিকারী, ব্রাহ্মণ, কুলগুরু।

প্র: বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?

উ: ব্রাহ্মণ ঠাকুর।

প্র: আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?

উ: তুলসি, গঙ্গাসাগর, বিষহরি, কালি, শিব

প্র: এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?

উ: সবই আছে যা ছিল।

প্র: পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?

উ: ভাত, চিড়া, দই, সিদোল, ছ্যাকা, ফোকতই, প্যাল্কা, শুটকি মাছ এইসব। চখো চিড়া, চাল ভাজা, গুজুরি, দুব্বার মাংস।

প্র: আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?

উ: আগে পোশাক এত ছিল না। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে একটা জামা, ছেলেরাও তাই পড়ত। মায়েরা বুকুনি পড়ত।

প্র: আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?

উ: কৃষিকাজ ছাড়া কেউ কেউ াচকরি করতেন, তবে দুই-চারটা গ্রামে একজন। অন্য পেশায় রাজবংশী লোক দেখিনি।

প্র: ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?

উ: পালাটিয়া, লাহাঙ্কারি, চোরচুরনি, রাবান

প্র: এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?

উ: কালের পরিবর্তনে ওগুলো শেষ। ঐ পরিবেশও নেই। নিজের সংস্কৃতির প্রতি দরদও নেই। এত অবসর যাপনের ব্যবস্থাও ছিল না। নানা চটকদারি গানবাজনার সাথে সেই পুরানো জিনিস এঁটে উঠতে পারল না। তাছাড়া যারা গান করত তারা এখন পেটের দায়ে নানা স্থানে নানা কাজ করে ঘুরে বেড়ায়। চর্চা নেই, শ্রোতাও নেই।

প্র: যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?

উ: হ্যাঁ, এগুলো হয়।

প্র: *গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?*

উ: পালাটিয়া, বিষহরি, রাজধারী, লবকুশ, লাহাঙ্কারী

প্র: *আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?*

উ: মাতা মেলা, চুল্লি মেলা, বাতাসী মেলা/শ্যামলাল মেলা

প্র: *আগের দিনগুলো ভালো ছিল, না এখন?*

উ: ভালো মন্দ সব কালেই আছে, তবে তখন বড় শান্ত জীবন ছিল। এত কামড়াকামড়ি ছিল না।

প্র: *এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?*

উ: এখন মানুষে মানুষে বিশ্বাস তলানিতে ঠেকে গেছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই এখন।

প্র: *এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?*

উ: লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বাইরের মানুষের এখানে এসে ভিড় করা, নীতিশিক্ষার অভাব, সবকিছু মিলিয়ে এখন ভয়ংকর অবস্থা।

প্র: *সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?*

উ: মানুষ নিজেকে সংযত না করলে আগামী দিন আরও খারাপ হয়ে যাবে। জীবনের মূল্য আরও কমে যাবে।

সাক্ষাতের তারিখ : ১১.০১.২০১৭

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: নিমাই চন্দ্র সরকার

প্র: *বয়স?*

উ: ৫৫ বৎসর।

প্র: *ঠিকানা?*

উ: গ্রাম + পো: দুর্গাপুর, থানা - কুশমুণ্ডি, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

প্র: *পেশা?*

উ: কৃষিকাজ। গানও শেখাই ছেলেমেয়েদের।

প্র: *আপনার জমিজমা কীরকম আছে?*

উ: মাত্র চার-সাড়ে চার বিঘা।

প্র: *আপনার পরিবারে কে কে আছে?*

উ: দুই মেয়ে, আমার মা আর বউ।

প্র: *তারা কে কী কাজ করে?*

উ: মেয়েরা পড়াঢুনা করে।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: তখনকার পরিবেশই অন্যরকম ছিল। মানুষজনের সংখ্যা কম। চাহিদাও বেশি ছিল না, সবাই কৃষিকাজই করত। আমরা খেলাধুলা করতাম। চাষবাসের কাজেও হাত লাগাতাম। পড়াশুনায় বিশেষ চাপ ছিল না। গানবাজনা করতাম। সেখান থেকেই তো গানবাজনার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। দোত্‌রা, হারমোনিয়াম বাজাতে শিখি। খন গানের ভক্ত ছিলাম। অভিনয়ও করেছি। গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন গানের দলও ছিল। চোরচুরনী, বিষহরা খোজাগরি গান। যুগীর গান, গীত-কাহিনি, সাধুমেলার গান আরও অনেক কিছু।

প্র: তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?

উ: রাস্তাঘাট মানে মাটির রাস্তা। মাঠঘাট দিয়েই মানুষ এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে হেঁটেই যেত। বাসের ব্যবস্থা একেবারে কম। গ্রামে সাইকেলই ছিল না। অনেকে গরুর গাড়ি করে যেত। জিনিসপত্র নিয়ে যেত।

প্র: তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?

উ: গ্রামের প্রাইমারি স্কুল। চার-পাঁচটা গ্রামের মধ্যে একটা। হাইস্কুল সুখদেবপুরে একটা।

প্র: মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?

উ: ঐ হাটে। সুখদেবপুরে। দোকানপাট ঐ হাটের দিনই বসত।

প্র: আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?

উ: ছোটবেলায় বাবা কাকা জেঠা সবার একসাথে বিঘা পঞ্চাশেক ছিল। তারপরে ভাগ হয়। সবাই আলাদা আলাদা হতে গিয়ে এখন ৪-৫ বিঘায় ঠেকেছে।

প্র: জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?

উ: ভাগ বাটোয়ারা হল। অভাবের ঠেলায় কিছু বিক্রি। তারপরে কিছু হাতছাড়া হয় নিবুর্দ্ধিতার জন্য।

প্র: এখন কীভাবে সংসার চলে?

উ: ঐ কৃষিকাজ সাথে গানের টিউশনি।

প্র: গলায় পৈতা আছে?

উ: আছে।

প্র: কবে নিলেন?

উ: আমার বয়স যখন ১৩-১৪ বছর। তখন অনেকের সঙ্গে আমাকেও দেওয়া হয়।

প্র: তুলসীর মালা নিয়েছেন?

উ: বিয়ের সময় নিয়েছি। সেটা বছর পঁচিশেক আগে।

প্র: আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?

উ: বোষ্টম গোসাই আছে আমাদের গ্রামে। কয়েক পুরুষ ধরে তারা নাকি এই কাজ করেন।

প্র: *বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?*

উ: চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ।

প্র: *আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?*

উ: আগে অনেক দেবদেবী বাড়িতে ছিল। এখন সেইসব নেই। মেথিলা দেবী থেকে লক্ষ্মী, চামুরা (চামুণ্ডা), বাচ্চা ঠাকুর আরও অনেক। নামই বলা মুশকিল। মা জানবে হয়ত।

প্র: *এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?*

উ: বলরাম, বিষহরি, দোয়ারী বাচ্চা ঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ, চামুরা এই কয়টি মাত্র। আগে আরও অনেক ঠাকুর ছিল।

প্র: *পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?*

উ: প্যালকা খান। সিদোল উঠে গেছে।

প্র: *আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?*

উ: পাটালী, ফোতা ছিল। অনেকে ধুতি পড়ত। গামছা তো ছিলই। ছোটবেলায় লুঙ্গির বিশেষ চল ছিল না।

প্র: *আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?*

উ: হাল কৃষি ছাড়া অন্য কাজ বিশেষ করত না।

প্র: *ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?*

উ: কৃষ্ণ যাত্রী, কংসবোধ, কবি গান, সাধু গান, চোরচুরনী, বিষহরা, সত্যপীর আরও অনেক। তখন বাউল ছিল না। সাধু মেলাই এখন বাউল মেলায় রূপ পেয়েছে। লক্ষ্মীর গান, খোজাগরি গান, যুগী পরবের গান, খন গান তো ছিলই।

প্র: *এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?*

উ: বর্তমান প্রজন্মের বিশেষ আগ্রহ নেই। সেই মানুষগুলোও আর নেই। যুগী পরবের গান তো এখন আমাদের একজনই করে। উনি মারা গেলে শেষ। অনুষ্ঠানে রীতি রেওয়াজ কমে গেছে ফলে দলগুলোও হারিয়ে গেছে। আটের দশকের পর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পূর্ববাংলার মানুষজনের আগমনে সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এখন তো কীর্তনের রমরমা। পশ্চিমী সংস্কৃতি টিভি সিনেমার প্রভাবে অতীত দিনের সংস্কৃতি এখন অস্তমান।

প্র: *যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?*

উ: নবমীর দিন হাল যাত্রা করি। বিষুয়া পরব চৈত্র সংক্রান্তির দিন পয়রার ছাতু ।

প্র: *গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?*

উ: ঐ যে বাউল মেলা, হরিনাম সংকীর্তন তবে বিষহরি খোজাগরি গানের প্রচলন আছে এখন। চোরচুরনী নাচ, বুড়াবুড়ির মাগন এখনও চালু আছে। সত্যপীরের গান কোথাও কোথাও হয়। গল্প করার লোক নেই এখন। আগে গল্প বলার আসর বসত।

প্র: *আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?*

উ: বুড়াবুড়ি মেলা, কালী মেলা, চড়ক মেলা, লক্ষ্মীপূজার মেলা, নতুন লীলা মেলা শুরু হয়েছে। গান বাজনার আসর সেভাবে বসে না। তবে জুয়া চললে গান বাজনাও বসে।

প্র: *এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?*

উ: সবাই আধনিক। শহরে মানসিকতা। গ্রামের ভাবনা, সংস্কৃতির ভাবনা কোথায়? পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রতি ঝোঁক ছেলে মেয়েদের। লোক সংস্কৃতির বারোটা বাজছে।

প্র: *এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?*

উ: জোতদারদের জমি গেল, আধিয়ার বিপদে পড়ল। বর্গা অপারেশনে পূর্ববঙ্গের মানুষ জমি পেল। আর রাজবংশী মানুষ অভাব অনটনে জমি বাড়ি বেঁচে এখন সর্বহারা। অনেকে শহরে, বাইরে চলে গেল কাজের সন্ধানে। অনেকে রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, ডেইলি লেবার।

প্র: *সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?*

উ: রাজবংশী মানুষের বিপদ বাড়বে। ভাষা সংস্কৃতির সংকট বেশি হবে। গ্রাম ছাড়া, বাড়ি ছাড়া হয়ে শহুরে মন মানসিকতায় মিশে যাবে। রাজবংশী আলাদা করে নিজস্ব কিছুই ধরে রাখতে পারবে না। বিশেষ করে এই প্রজন্মের যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

সাক্ষাতের তারিখ : ২০.০৬.২০১৪

পরিশিষ্ট - ২

তথ্য সহায়ক ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা :

ওঁড়াও, পুনিত (৫২)	শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার, চা-বাগানে সাক্ষাৎ ১৫.০৫.২০১৭, ১৪.০১.২০১৮
দাস, অনিল (৭১)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
দাস, অভিজিৎ (৪৫)	ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২১.১১.২০১০
দাস, উদয়কুমার (৫৩)	পাগলারহাট, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৯.০৩.২০১০
দাস, কেটু (৬৭)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৯.০৩.২০১০
দাস, জয়চাঁদ (৬১)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৯.০৩.২০১০
দাস, জীবনকুমার (৭০)	চেংমারী, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৭.০৩.২০০৬
দাস, জীবনানন্দ (৪০)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
দাস, জীবনানন্দ (৭১)	ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০১.২০০৬
দাস, নরেন (৬৫)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৪.০৬.১৯৮৯
দাস, পখিরাম (৬৭)	ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০১.২০০৬
দাস, পরবানন্দ (৬১)	নাটাবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৫.০১.২০০২
দাস, প্রসন্নকুমার (৬৭)	সাহেবপাড়া, চেংমারী, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৭.০২.১৯৯৯
দাস, বুদ্ধেশ্বর (৬৬)	কদমতলা, চেংমারি, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৭.০২.১৯৯৯
দাস, ভীষ্মনাথ (৭২)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
দাস, লখিচন (৫৫)	ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০১.২০০৬
দাস, লঙ্কেশ্বর (৬৯)	কাটাবাড়ি, লঙ্কাপাড়া, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৫.০৭.১৯৯৯
দাস, সুকুমার (৪০)	ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১৭.০৩.২০১০
দাস, সুরেন্দ্রনাথ (৬৫)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২০.০১.২০০৬
দাস, সুশীল (৭৫)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১০, ১৫.০১.২০১২ ২৭.০৫.২০১৫, ১৭.০৫.২০১৬
দাস, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র (৫২)	খাঁউচাঁদ পাড়া (জলদাপাড়া), জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ২৬.০৩.২০০৮
রায়, প্রফুল্ল (৫৫)	সাতমাইল, ছোট শালকুমার, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪
রায়, জ্যোতিষ (৫০)	সাতমাইল, ছোট শালকুমার, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪

রায়, নগেন (৫৭)	সাতমাইল, ছোট শালকুমার, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪
ধরচৌধুরী, নিতাইচাঁদ (৭০)	কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২০.০২.২০০৬
নার্জিনারী, নিরন্তর (৪৫)	শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.০২.২০১০
বড়ুয়া পিন্টু (৫৫)	পুখুরীগ্রাম, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.০২.২০১০
বর্মা অক্ষয় (৫২)	তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৬.০৫.২০০৯
বর্মণ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র (৬৫)	দক্ষিণ রামপুর, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৯.০১.২০০১
বর্মণ, সুকুমার (৩৫)	লালচাঁদপাড়া, মারখাতা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৮.১০.২০১১
রায়, ড. অমলকান্তি (৫৮)	উচ্চপদস্থ আধিকারিক, প: ব: সরকার, শিলিগুড়ি, (অসংখ্যবার আলোচনায় বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন)
রায়, ড. পুষ্পজিৎ	মালদহ, সাক্ষাৎ ২৭.০২.২০১৩, ১৩.০৩.২০১৬, ১৫.০৫.২০১৭, ২৩.০৩.২০১৮, ২৫.০৫.২০১৮
রায়, অমরেন্দ্র (৫৮)	ধওলীগুড়ি, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৩.০৯.২০১১
রায়, অমরেন্দ্রনাথ (৭০)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২১.০৪.২০০২ ২৭.০৫.২০০৩
রায়, অরবিন্দ (৪৮)	রসিকবিল, নাগুরহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২০.০৭.২০০৮
রায়, অভিজিৎ (৪৭)	হাজরার হাট, মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২০.০৭.২০০৮
রায়, আশুতোষ (৭২)	পঞ্চায়েত পাড়া, কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৫.০৫.২০১০
রায়, কালীমোহন (৭২)	বিজনিপাড়া, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৪.০৯.২০১১
রায়, কুঞ্জবিহারী (৬৭)	ভল্কা, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
রায়, গরেন (৬১)	ছোট দলদলী, খোয়ারডাঙা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.০৪.২০০৭
রায়, তপনকুমার (৩৫)	কামাখ্যাগুড়ি, পঞ্চায়েতপাড়া, সাক্ষাৎ ১২.০১.২০০২
রায়, দীনেশ (৬৫)	ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ২৫.০৫.২০০৯, ৩০.০৩.২০১০, ১৩.০৪.২০১৫, ১৭.০৬.২০১৭
রায়, দীপক (৪৫)	মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, ফোনে তথ্য সংগ্রহ ১৭.০৭.২০০৯
রায়, নগেন্দ্রনাথ (৭০)	লালস্কুল, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১০.০১.২০০৪
রায়, প্রদীপকুমার (৪৭)	পেটলা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৩.০২.২০০৭
রায়, বিজয়কুমার (৬৩)	কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০৪.২০০৭
রায়, মহিম (৬৩)	খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৯.০৭.২০০৭
রায়, মানিক (৪০)	ভাওয়াইয়ার হাট, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২১.০৭.২০০৮
রায়, মোহিনীকান্ত (৬৭)	শিববাড়ি, ঘাক্সাপাড়া, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১০.০১.২০০৪
রায়, যোগেশচন্দ্র (৫৫)	পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.০৩.২০০৮

রায়, রত্নেশ্বর (৬০)	চন্দ্রপাড়া, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৪.০৯.২০১১
রায়, ললিতচন্দ্র (৬০)	বাবুরহাট, সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৭.০১.২০০৯
রায়, সবিতা (৬০)	ম্যাগাজিন রোড, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৩.১০.২০০০
রায়, সবিনাথ (৪৮)	মধ্য হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ২৮.০৯.২০১১
রায়, হেমেন্দ্রনাথ (৬২)	চিলকিরহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৩.০৮.২০০৫
রায়, হেমচন্দ্র (৬৩)	ধওলীগুড়ি, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৩.০৯.২০১১
রায়লস্কর, প্রফুল্ল (৬৯)	লস্করপাড়া, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৩.০১.২০০৫
সরকার, কল্যাণ (৪৫)	পচাগর, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৫.০৫.২০০৬
সরকার, নিমাই (৫৫)	দুর্গাপুর, কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ২৪.০৫.২০০৭ ২০.০৬.২০১৪
সরকার, ক্ষীরেন্দ্রনাথ (৭৮)	সিঙ্গিমারী রামপুর, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ৩০.০৫.২০০৭, ১৩.০৩.২০১৬, ১৫.০৫.২০১৭
বর্মন, আশুতোষ (৪৮)	গাজোল, মালদহ, সাক্ষাৎ ২০.১০.২০১৪
অধিকারী, অঞ্জু (৫০)	গাজোল, মালদহ, সাক্ষাৎ ২০.১০.২০১৪
বর্মন, বিপ্লব (৩৫)	দুর্গাপুর, কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ২২.১০.২০১৪
রায়, নিরোদ (৬৫)	রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ১৮.১০.২০১৪
মণ্ডল, ধীরেন (৫০)	ভুতনির চর, মানিকচক, মালদহ, সাক্ষাৎ ২০.১০.২০১৪
রায়, ড. পুষ্পজিৎ (৬৮)	মালদহ, সাক্ষাৎ ১৯.১০.২০১৪
রায় চৌধুরী, তৃপ্তি (৬১)	বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ২২.১০.২০১৪
সিংহ, দেবলাল (৫০)	রাঙাপানি, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ১৫.০৫.২০১৫
রায়, নগেন্দ্রনাথ (৬৩)	চৈতন্যপুর, শিবমন্দির, দার্জিলিং সাক্ষাৎ ০৭.০৪.২০১৬
রায়, পরেশ (৬০)	শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং সাক্ষাৎ ০৯.০৪.২০১৬
রায়, কৃষ্ণকান্ত (৫০)	খড়িবাড়ি, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ০৯.০৪.২০১৬
রায়, কৃষ্ণেন্দু (৪২)	পাণ্ডা পাড়া, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১৭.০৮.২০১৬
রায়, হরিশচন্দ্র (৬২)	পাণ্ডা পাড়া, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১৭.০৮.২০১৬
গিদাল প্যাচকাটা (৫৩)	শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ০৯.০৪.২০১৬
অধিকারী, গুণেশ্বর (৬৬)	ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.১২.২০১৭
বর্মা, রমণীমোহন (৬৫)	দিনহাটা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৫.০৬.২০১৭
রায়, ধর্মনারায়ণ (৬৬)	ধুমপুর, দেওয়ানহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৪.০৬.২০১৭
দাস, মলিন (৫৭)	বলরামপুর, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৫.০৬.২০১৭
সরকার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ (৭০)	লম্বা পাড়া, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৮.০৮.২০১৭

দাস, আশারী (৮৬)	বাকলা, চিকলিগুড়ি, পারোকাটা, আলিপুরদুয়ার, ০৯.০১.২০১৭
ডাকুয়া, অরবিন্দ (৬৮)	আমলা পাড়া, মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.১০.২০১৭
বর্মন, ধনেশ্বর (৭০)	মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.১০.২০১৭
রায়, গিরীন্দ্রনাথ (৬৬)	মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.১০.২০১৭
দাস, পর্বানন্দ (৬৮)	নাটাবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১১.০২.২০১৬
রায়, সবিতা (৭০)	ম্যাগাজিন রোড, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২০.০৩.২০১৬, ১৬.০৫.২০১৭, ২০.০৭.২০১৭
সিংহ, নৃপেন (৮২)	রবীন্দ্র সরণি, কদমতলা, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০১৭
সিংহ, অমর (৫০)	মেডিক্যাল মোড়, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০১৭
রায়, দ্বীপেন (৪৮)	মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৮.০২.২০১৬
সরকার, কমলেশ (৬০)	নাটাবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৪.০৫.২০১৫
রায়, সুখেশ্বরী (৭০)	পাটাকুড়া, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪, ১৮.০৫.২০১৫
দাস রাজেন্দ্রনাথ (৮০)	বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৬.০৬.২০১৫, ০৭.০৭.২০১৬
রায়, কমল (৫২)	দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৭.০৭.২০১৬
রায়, বিপ্লব (৪০)	কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ০৩. ০৬.২০১৫
অধিকারী, রাজবালা (৭৫)	বাবুরহাট, সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৩.০৫.২০১৮
বর্মন, শ্যামেন্দ্রনাথ (৫৮)	চিলকিরহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৫.০৩.২০১৭, ১৭.০৫.২০১৭